



Applied for e-ISSN vide Application No. 76157 Dt. 22/06/2026, UDYAM-WB-11-0097957

প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় মাস, তৃতীয় সংখ্যা, রবিবার, বঙ্গাব্দ ১৪৩৩, শ্রাবণ ১১, ইংরিজি ২০২৬, জুলাই ২৬



ভারতীয় পণ্যে ১০% শুল্ক লাগু আমেরিকার

২৫ জুলাই: যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য প্রতিনিধি (ইউএসটিআর) ১৯৭৪ সালের মার্কিন বাণিজ্য আইনের ৩০১ ধারা অনুযায়ী ভারত-সহ ৬০টি অর্থনীতির বিরুদ্ধে চূড়ান্ত শুল্ক ব্যবস্থা ঘোষণা করেছে। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ভারতের পণ্যের উপর অতিরিক্ত ১০ শতাংশ অ্যাড ভ্যালোরাম শুল্ক আরোপ করা হয়েছে। তবে এটি ২ জুন প্রস্তাবিত ১২.৫ শতাংশ শুল্কের তুলনায় কম।

কেন্দ্র সরকার জানিয়েছে, তদন্ত চলাকালীন ইউএসটিআরের সঙ্গে লিখিত জবাব, সরাসরি বৈঠক এবং জনশুনানিতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে ভারত ধারাবাহিকভাবে নিজেদের অবস্থান তুলে ধরেছিল। সেই প্রচেষ্টার ফলেই ভারতকে তুলনামূলকভাবে কম অতিরিক্ত শুল্কের শ্রেণিতে রাখা হয়েছে, যা গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি রপ্তানি ক্ষেত্রে ভারতকে প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা দেবে।

সরকারি বিবৃতিতে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের মোট রপ্তানির প্রায় ৪৫ শতাংশ এই অতিরিক্ত শুল্কের আওতার বাইরে থাকবে। এর মধ্যে রয়েছে জৈবিক ওষুধ, স্মার্টফোন এবং আরও কিছু নির্দিষ্ট পণ্য, যেগুলির উপর অতিরিক্ত ১০ শতাংশ শুল্ক প্রযোজ্য হবে না। এছাড়া স্টিল, অ্যালুমিনিয়াম ও অটো পার্টস, যেগুলি ইতিমধ্যেই মার্কিন সেকশন ২৩২-এর অধীনে পৃথক শুল্ক ব্যবস্থার আওতায় রয়েছে, সেগুলিও নতুন ১০ শতাংশ শুল্কের বাইরে থাকবে।

সরকারের মতে, ভারতের বাকি ৫৫ শতাংশ রপ্তানি এই অতিরিক্ত শুল্কের আওতায় এলেও অন্যান্য অধিকাংশ দেশের তুলনায় ভারতের উপর শুল্কের বোঝা তুলনামূলকভাবে কম। ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে ভারতের প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান বজায় থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে।

বস্ত্রশিল্পের জন্য পৃথক যে শুল্ক কাঠামোর উল্লেখ করা হয়েছে, তা এখনও কার্যকর হয়নি। বিষয়টি নিয়ে ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে চলমান দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি (বাইল্যাটারাল ট্রেড এগ্রিমেন্ট) সংক্রান্ত আলোচনায় আলোচনা

দ্বিতীয় পাতায়



বিকশিত ভারতের অংশীদারীত্বে আবেদন রাষ্ট্রপতির

রোমানিয়া প্রবাসীদের আহ্বান

২৫ জুলাই: তিন দেশের সফল রাষ্ট্রীয় সফরের শেষ দিনে রোমানিয়ার রাজধানী বুখারেস্টে ভারতীয় প্রবাসী এবং 'ফ্রেন্ডস অব ইন্ডিয়া'-র উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়ে তাঁদের 'বিকশিত ভারত ২০৪৭'-এর যাত্রায় সক্রিয় অংশীদার হওয়ার আহ্বান জানান রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, বিদেশে বসবাস করলেও ভারতীয় প্রবাসীরা মাতৃভূমির সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত এবং তাঁদের সাফল্য প্রতিটি ভারতবাসীর গর্বের বিষয়।

রাষ্ট্রপতি বলেন, ভারতীয় সংস্থা ও পেশাদাররা রোমানিয়ার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন। একই সঙ্গে দুই দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক, প্রযুক্তিগত এবং মানবিক সহযোগিতার নতুন সুযোগও সৃষ্টি করছেন। তিনি জানান, ভারত-রোমানিয়া সম্পর্কের সবচেয়ে শক্তিশালী ভিত্তি দুই দেশের জনগণের পারস্পরিক বন্ধন।

তিনি সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, রোমানিয়ায় ভারতীয় প্রবাসীরা এক্যবদ্ধভাবে ভারতের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে জীবন্ত রাখছেন। বর্তমানে বহু ভারতীয় তথ্যপ্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ, গবেষক, শিক্ষাবিদ, স্বাস্থ্যকর্মী এবং ছাত্রছাত্রী রোমানিয়াকে নিজেদের কর্মস্থল ও আবাসস্থল হিসেবে বেছে নিচ্ছেন, যা দুই দেশের সম্পর্কে আরও গভীর করছে। রাষ্ট্রপতি বলেন, ভারতীয় সম্প্রদায়ের কঠোর পরিশ্রম, মেধা ও নিষ্ঠা তাঁদের প্রকৃত অর্থেই ভারতের দূত হিসেবে

প্রতিষ্ঠিত করেছে। রোমানিয়ার অর্থনীতি ও সমাজে তাঁদের অবদান যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি ভারতীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের প্রসারেও তাঁদের ভূমিকা প্রশংসনীয়। তিনি ভারতীয় সম্প্রদায়কে নিরাপদ ও আন্তরিক পরিবেশ দেওয়ার জন্য রোমানিয়া সরকার ও সেখানকার জনগণকেও ধন্যবাদ জানান।

'বিকশিত ভারত ২০৪৭'-এর লক্ষ্য ব্যাখ্যা করে রাষ্ট্রপতি বলেন, ভারতের উদ্দেশ্য একটি সমৃদ্ধ, আধুনিক, আত্মনির্ভর ও অন্তর্ভুক্তিমূলক রাষ্ট্র গড়ে তোলা। এই লক্ষ্যে প্রবাসী ভারতীয়দের অভিজ্ঞতা, দক্ষতা ও সাফল্য দেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত রোমানিয়ার 'ফ্রেন্ডস অব ইন্ডিয়া'-দেরও ধন্যবাদ জানিয়ে রাষ্ট্রপতি বলেন, ভারতীয় শিল্প, সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিকতার প্রতি তাঁদের অনুরাগ দুই দেশের জনগণের মধ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ সেতুবন্ধন তৈরি করেছে। তাঁদের সহযোগিতা ভারত-রোমানিয়া বন্ধুত্বকে আরও শক্তিশালী করবে বলেও তিনি আশা প্রকাশ করেন। এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় ভোক্তা বিষয়ক, খাদ্য ও গণবণ্টন প্রতিমন্ত্রী নিমুবেন জয়ন্তিভাই বাস্তুনিয়া এবং সাংসদ ড. দিনেশ শর্মা ও বিজয় বাঘেল উপস্থিত ছিলেন। তিন দেশের সফল রাষ্ট্রীয় সফর শেষ করে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু পরে নয়াদিল্লির উদ্দেশে রওনা দেন।

নয়া ফৌজদারি আইনে জোরদার প্রস্তুতি

২৫ জুলাই: দেশের ফৌজদারি বিচারব্যবস্থায় স্বাধীনতার পর অন্যতম বৃহৎ সংস্কারের অংশ হিসেবে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (বিএনএস), ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা (বিএনএসএস) এবং ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম (বিএসএ)-এর কার্যকর বাস্তবায়নে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলি জোরকদমে কাজ করছে। নতুন তিনটি আইন কার্যকর হওয়ার পর থেকে পুলিশ, বিচার বিভাগ, কারা দফতর, প্রসিকিউশন এবং ফরেনসিক ব্যবস্থাকে নতুন আইনি কাঠামোর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তুলতে ইতিমধ্যেই ৮৩ হাজার ৭৪০ জন কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, সব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে আইনগুলির বাস্তবায়নের জন্য প্রশিক্ষণ, ডিজিটাল অবকাঠামো উন্নয়ন, প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন এবং প্রযুক্তিনির্ভর বিচারব্যবস্থা গড়ে তোলার কাজও দ্রুত এগোচ্ছে।

লোকসভায় এক লিখিত উত্তরে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক জানিয়েছে, ২০২৪ সালের ১ জুলাই থেকে সারা দেশে কার্যকর হয়েছে ভারতীয় দণ্ডবিধি, ফৌজদারি কার্যবিধি এবং ভারতীয় সাক্ষ্য আইনের পরিবর্তে প্রণীত নতুন তিনটি আইন। এগুলির সফল বাস্তবায়নের জন্য প্রতিটি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল প্রয়োজনীয় বিজ্ঞপ্তি জারি, বিধি প্রণয়ন, ডিজিটাল অ্যাপ্লিকেশন চালু এবং সংশ্লিষ্ট কর্মীদের

প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে।

সরকারি তথ্য অনুযায়ী, রাজ্য পর্যায়ে পুলিশ ও অন্যান্য অংশীজনের প্রশিক্ষণের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের হলেও, কেন্দ্রীয় স্তরে ব্যুরো অব পুলিশ রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (বিপিআরঅ্যান্ডডি) মাস্টার ট্রেনার এবং অন্যান্য কর্মকর্তাদের জন্য ধারাবাহিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ও ওয়েবিনারের আয়োজন করেছে। এই প্রশিক্ষণের আওতায় পুলিশ, কারা দফতরের আধিকারিক, সরকারি কৌশলি, বিচার বিভাগীয় আধিকারিক, ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বিপিআরঅ্যান্ডডি-র প্রশিক্ষিত মাস্টার ট্রেনাররা পরে রাজ্যগুলির নিজস্ব প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে আরও বিস্তৃত প্রশিক্ষণ পরিচালনা করবেন।

প্রশিক্ষণের পাশাপাশি বিচারব্যবস্থাকে প্রযুক্তিনির্ভর করার ওপরও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টের তথ্য অনুযায়ী, নতুন আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কেস ইনফরমেশন সিস্টেম (সিআইএস) এবং ই-কোর্টস সফটওয়্যারে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনা হয়েছে। বিচারকদের জন্য বিশেষ ওরিয়েন্টেশন কর্মসূচি আয়োজন করা হয়েছে এবং ই-কোর্টস ফেজ-৩ বাস্তবায়নের মাধ্যমে মামলা পরিচালনায় প্রযুক্তির ব্যবহার আরও বাড়ানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। বিচারব্যবস্থাকে আরও স্বচ্ছ,

দ্রুত ও নাগরিকবান্ধব করার লক্ষ্যেই এই পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করা হয়েছে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক জানিয়েছে, আইনশৃঙ্খলা এবং পুলিশ রাজ্যের বিষয় হলেও নতুন আইন কার্যকর করতে কেন্দ্র বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সহায়তা দিচ্ছে। ইন্টার-অপারেবল ক্রিমিনাল জাস্টিস সিস্টেম (আইসিজিএস) ২.০, ফরেনসিক অবকাঠামো আধুনিকীকরণ এবং নির্ভর্য তহবিলের বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে অপরাধ তদন্ত ও বিচারব্যবস্থাকে আরও কার্যকর করে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

নতুন আইনের বাস্তবায়নের পাশাপাশি সংগঠিত অপরাধ ও সন্ত্রাসবাদ সংক্রান্ত পরিসংখ্যানও প্রকাশ করেছে কেন্দ্র। ২০২৪ সালের 'ক্রাইম ইন ইন্ডিয়া' রিপোর্ট অনুযায়ী, দেশে মোট ৮৪০টি সংগঠিত অপরাধ, ৮৭৬টি ক্ষুদ্র সংগঠিত অপরাধ এবং ২৪টি সন্ত্রাসবাদ-সংক্রান্ত মামলা নথিভুক্ত হয়েছে। সংগঠিত অপরাধের নিরিখে মধ্যপ্রদেশে সর্বাধিক ২০২টি মামলা দায়ের হয়েছে। গুজরাটে ১৪০টি, রাজস্থানে ৯৪টি, হরিয়ানায় ৭৬টি এবং বিহারে ৬২টি মামলা নথিভুক্ত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে সংগঠিত অপরাধের মামলা হয়েছে ৫টি, ক্ষুদ্র সংগঠিত অপরাধের মামলা ৩টি এবং সন্ত্রাসবাদ-সংক্রান্ত মামলা ১টি। জম্মু ও কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদ-সংক্রান্ত ৯টি মামলা নথিভুক্ত হয়েছে,

দ্বিতীয় পাতায়

২৫ জুলাই: দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা জোরদার করতে ও আমদানি নির্ভরতা কমানোর লক্ষ্যে ওডিশা উপকূলবর্তী মহানদী অফশোর বেসিনে প্রথম গভীর সমুদ্রের মূল্যায়নমূলক (অ্যাপ্রাইজাল) কূপ খননের কাজ শুরু হয়েছে। শনিবার কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাসমন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী এই কর্মসূচির সূচনা করে একে ভারতের জ্বালানি নিরাপত্তার পথে "নতুন অধ্যায়ের সূচনা" বলে উল্লেখ করেন।

মন্ত্রী জানান, এমএন-ডিডব্লিউএন১৮-১-এইচডি নামে এই কূপটি মহানদী অফশোর বেসিনে পরিকল্পিত চারটি গভীর সমুদ্রের মূল্যায়নমূলক কূপের প্রথম। আধুনিক গভীর সমুদ্র প্রযুক্তি ব্যবহার করে এই কূপগুলির মাধ্যমে সম্ভাব্য নতুন হাইড্রোকার্বন ভাণ্ডারের মূল্যায়ন করা হবে এবং দেশীয় তেল-গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির পথ সুগম হবে। হরদীপ সিং পুরী বলেন, গত এক দশকে কেন্দ্রের নীতিগত ও নিয়ন্ত্রক সংস্কারের ফলে দেশের তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান খাতে আমূল পরিবর্তন এসেছে। হাইড্রোকার্বন এক্সপ্লোরেশন অ্যান্ড লাইসেন্সিং পলিসি, ওপেন অ্যাক্কেজ লাইসেন্সিং প্রোগ্রাম, স্বচ্ছ রিভিনিউ শেয়ারিং মডেল এবং সমুদ্রের প্রায় ৯৯ শতাংশ 'নো-গো' এলাকা অনুসন্ধানের জন্য উন্মুক্ত করার মতো পদক্ষেপে বিনিয়োগকারীদের আস্থা বেড়েছে। বর্তমানে দেশের সক্রিয় অনুসন্ধান এলাকার প্রায় ৮১ শতাংশই ২০১৪ সালের পর বরাদ্দ হয়েছে। তিনি জানান, মিশন অন্বেষণ, ন্যাশনাল সিসমিক প্রোগ্রাম, ন্যাশনাল ডেটা রিপোজিটরি, এক্সটেন্ডেড কন্টিনেন্টাল শেলফ সার্ভে এবং হাইড্রোকার্বন রিসোর্স অ্যাসেসমেন্ট স্ট্যাডির মাধ্যমে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ ভূ-বৈজ্ঞানিক তথ্যভাণ্ডার তৈরি করা হয়েছে, যা নতুন তেল-গ্যাস সম্ভাবনা চিহ্নিত করতে সহায়তা করছে।

সরকারি তথ্য অনুযায়ী, ওএএলপি-র আওতায় এ পর্যন্ত ১৭২টি অনুসন্ধান ব্লক, প্রায় ৩.৮ লক্ষ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে বরাদ্দ করা হয়েছে। এই প্রকল্পগুলিতে ৪.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারেরও বেশি বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি রয়েছে। শুধু ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষেই ৬৭৪টি কূপ খনন, পাঁচটি নতুন তেল-গ্যাস আবিষ্কার এবং সাতটি আবিষ্কারের বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হয়েছে। মন্ত্রী বলেন, সরকারের কৌশল শুধু নতুন তেল ও গ্যাস ভাণ্ডার আবিষ্কার নয়, বিদ্যমান ক্ষেত্রগুলি থেকেও সর্বাধিক উৎপাদন নিশ্চিত করা। এজন্য উন্নত প্রযুক্তি ও আন্তর্জাতিক মানের পদ্ধতি ব্যবহার করে পুরনো উৎপাদন ক্ষেত্রগুলিকেও পুনরুজ্জীবিত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, "আজ আমরা শুধু সমুদ্রতলে একটি কূপ খনন শুরু করছি না, ভারতের ভবিষ্যৎ জ্বালানি নিরাপত্তার ভিত্তিও আরও মজবুত করছি। প্রতিটি মিটার খনন আমাদের আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে আত্মনির্ভর ভারতের লক্ষ্য পূরণের দিকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাবে।" ওএনজিসি, অয়েল ইন্ডিয়া লিমিটেড, ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ হাইড্রোকার্বন এবং সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তিগত অংশীদারদের অভিনন্দন জানিয়ে তিনি আশা প্রকাশ করেন, এই উদ্যোগ ভারতের সমৃদ্ধভিত্তিক তেল-গ্যাস অনুসন্ধান নতুন গতি এনে দীর্ঘমেয়াদি জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে।

সম্পাদকীয়

যশস্তর মন্তরের অবতারণা জ্যোতির্বিজ্ঞানের পর্যালোচনায়। অর্থাৎ শুরু প্রশ্ন থেকে। দিল্লির যস্তর মন্তরই একমাত্র অবশিষ্ট। বাকি তিনটি কালের নিয়মে বহিঃশক্তির আক্রমণে হারিয়েছে। প্রশ্ন প্রতীকি যস্তর মন্তর এখন রাষ্ট্রকে প্রশ্ন করার জায়গা হয়ে গিয়েছে তাই। কিন্তু প্রশ্ন নিয়ে আরও একশোটি প্রশ্নের জায়গা থেকেই যাচ্ছে। ককরোচ জনতা পার্টির নাম দিয়ে যে মুভমেন্ট শুরু হয়েছিল, তার লক্ষ্য ছিল শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ। কিন্তু এই পদত্যাগ দাবির আড়ালে যে প্রশ্নগুলির উত্তর অধরা থেকে গেল, তার মধ্যে অন্যতম, ছাত্র-ছাত্রীদের আত্মহত্যার প্রবণতা। সামান্য অর্থের বিনিময়ে (মাত্র ১ কোটি টাকা) ইচ্ছাকৃত এই প্রশ্নটিকে লঘু করা হল! কাদের স্বার্থে? কোন প্রয়োজনে? বিগত বছরগুলি স্পষ্টতই দেখিয়েছে জাতীয় স্তরের পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের ধারাবাহিকতা। সেই ঘটনার প্রেক্ষাপট কী বা বারেবারে কেন এইধরনের ঘটনা ঘটছে তানিয়ে কোনও প্রশ্ন কাউকে করতে দেখা তো দূর, উচ্চারণ করতেও শোনা গেল না। আসলে রেইজবেটের এই সময়ে যাবতীয় ভুলের দায় একজনের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ার যে প্রবণতা তৈরি হয়েছে, যার আন্তর্জালিক পোষাকি নাম খাপ পঞ্চায়েৎ; লাগাতার সেই ধারণাকেই প্রশ্রয় দিয়ে গেল, ককরোচ জনতা পার্টির এই অনলাইন টার্স

ফিজিক্যাল আন্দোলন। এ বছর নিট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল প্রায় ২০ লক্ষ। অর্থাৎ গোটা দেশজুড়ে ২০ লক্ষ পরীক্ষার্থীই ভেবেছিলেন তাঁরা একেকজন ডাক্তার হবেন। এই ভাবনায় কোনও দোষ নেই। কিন্তু প্রতিযোগিতার ইঁদুর দৌড়ে একটু এগিয়ে থাকার বাসনা- প্রশ্নফাঁসের স্বখাত সলিলকে আমন্ত্রণ না জানালে, আর কেই বা জানাবে? যাবতীয় লড়াইয়ের সূত্রপাত আরেকটু ভালো থাকার জন্য। সেই লড়াইয়ে এগিয়ে থাকতে কেউ কেউ খরিদ করেছিলেন প্রশ্নপত্র। সাহায্যে কোচিং সেন্টার ও এনটিএ’র ‘আরেকটু কমিয়ে নেই’ কর্মীবর্গ। প্রতিযোগিতার এহেন অস্পষ্টত্বকে প্রশ্ন করা হলো না। বেশ কিছুদিন আগে প্রকাশিত একটি তথ্যে বারেবারে উঠে এসেছিল, প্রতিযোগিতার মানসিক চাপ না সামলাতে পারার ‘অপরোধে’ বহু তরুণ-তরুণী আত্মহননের পথে পা বাড়াত্ছেন। অবশ্য শিক্ষামন্ত্রী পদত্যাগ করেছেন। ফলে এই অনাহুত প্রশ্নগুলিকে সযত্নে তুলে দেওয়া হয়েছে চিলেকোঠায়। রাজনীতিতে সোশ্যাল মিডিয়া রেইজবেইট বা খাপ পঞ্চায়েৎকে মাঠে নামিয়ে আনার কৃতিত্ব অবশ্যই দিপকে ও তাঁর সহযোগিরা পাবেন। কেন্দ্রীয় সরকার যুদ্ধকালীন তৎপরতায় রি-নিট ও ছাত্র ছাত্রীদের আত্মহত্যার প্রবণতা নিয়ে রিপোর্ট দুইই করে ফেলেছিল। কিন্তু দিপকেগোষ্ঠী সেই সাফল্যকে সূতভুর ভাবে পাপোশের তলায় ফেলে প্রমাণ করলেন, খাপ পঞ্চায়েৎই আগামীর আইন।

প্রযুক্তিনির্ভর

বিচারব্যবস্থায় জোর

২৫ জুলাই: দেশের বিচারব্যবস্থায় স্বচ্ছতা, গতি এবং প্রযুক্তিনির্ভর পরিষেবা নিশ্চিত করতে একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছে কেন্দ্র সরকার। একদিকে উচ্চ আদালতের বিচারপতি নিয়োগ ও বদলি সংক্রান্ত সাংবিধানিক প্রক্রিয়ার কথা পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছে, অন্যদিকে ই-কোর্টস প্রকল্প, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই), চার্জশ্যাল কোর্ট এবং ফাস্ট ট্র্যাক আদালতের মাধ্যমে বিচারপ্রক্রিয়া দ্রুততর করার উদ্যোগের অগ্রগতিও তুলে ধরা হয়েছে। লোকসভায় এক লিখিত উত্তরে কেন্দ্র জানিয়েছে, বিচারপতি বদলি ও নিয়োগ সংবিধান এবং সুপ্রিম কোর্ট নির্ধারিত মেমোরান্ডাম অফ প্রসিডিউর (এমওপি) অনুযায়ী সম্পূর্ণ জনস্বার্থে পরিচালিত হয়। সংবিধানের ২২২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি, ভারতের প্রধান বিচারপতির সঙ্গে পরামর্শ করে এক হাইকোর্টের বিচারপতিকে অন্য হাইকোর্টে বদলি করতে পারেন। এ ক্ষেত্রে ভারতের প্রধান বিচারপতি সুপ্রিম কোর্টের চারজন জ্যেষ্ঠতম বিচারপতির সঙ্গে আলোচনা করেন। পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট দুই হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির মতামত, বিচারপতির ব্যক্তিগত মতামত এবং পছন্দের কর্মস্থলও বিবেচনা করা হয়। তবে বিচারপতি বদলির ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোনও সময়সীমা নির্ধারিত নেই। কেন্দ্র জানিয়েছে, সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টে বিচারপতি নিয়োগ একটি ধারাবাহিক ও সমন্বিত সাংবিধানিক প্রক্রিয়া। হাইকোর্টে শূন্যপদ সৃষ্টি হওয়ার অন্তত ছয় মাস আগে সংশ্লিষ্ট হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিকে সুপারিশ পাঠাতে হয়। পরে রাজ্য সরকার, কেন্দ্র সরকার এবং সুপ্রিম কোর্ট কলেজিয়ামের পরামর্শের ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতি বিচারপতি নিয়োগ করেন। মামলার জট কমাতে এবং বিচারপ্রক্রিয়া দ্রুত করতে কেন্দ্র ই-কোর্টস প্রকল্পের তৃতীয় পর্যায়ে

২৭,২১০ কোটি বরাদ্দ করেছে। ২০২৩ থেকে ২০২৭ পর্যন্ত চলা এই প্রকল্পের লক্ষ্য সম্পূর্ণ ডিজিটাল ও কাগজবিহীন আদালত ব্যবস্থা গড়ে তোলা। ইতিমধ্যে দেশের ২,৯৭৭টি আদালত কমপ্লেক্সে উচ্চগতির ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে। ই-ফাইলিং প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ১.২১ কোটিরও বেশি মামলা দায়ের হয়েছে এবং অনলাইনে আদালত ফি বাবদ ২১,৫৯৪ কোটি ও জরিমানা বাবদ ২৯৭ কোটি জমা পড়েছে। সরকার জানিয়েছে, কেস ইনফরমেশন সিস্টেম (সিআইএস) ৪.০ এখন দেশের সব আদালতে চালু হয়েছে। জাতীয় বিচারিক তথ্যভাণ্ডার (এনজেডিভিজি)-এর মাধ্যমে ৩২.৪৬ কোটিরও বেশি মামলার তথ্য এবং ৩৯.৭৯ কোটির বেশি রায় ও আদেশ সাধারণ মানুষের জন্য উন্মুক্ত রয়েছে। ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে ইতিমধ্যে ৪.১৫ কোটিরও বেশি শুনানি সম্পন্ন হয়েছে এবং ৭৩৪ কোটিরও বেশি পৃষ্ঠা ডিজিটাল আকারে সংরক্ষণ করা হয়েছে। বিচারকদের আইনি গবেষণায় সহায়তার জন্য ‘লিগরা’ নামে এআই-ভিত্তিক সফটওয়্যারও চালু হয়েছে। মামলার দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে বর্তমানে ২৯টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ৭৭৫টি ফাস্ট ট্র্যাক স্পেশাল কোর্ট, যার মধ্যে ৩৯৮টি এক্সক্লুসিভ পকসো আদালত, কার্যকর রয়েছে। এই আদালতগুলি মিলিয়ে ৩.৮৭ লক্ষেরও বেশি ধর্ষণ ও পকসো-সংক্রান্ত মামলার নিষ্পত্তি করেছে। এছাড়া পাঁচ বছরের বেশি পুরনো মামলা নিষ্পত্তির জন্য সব ২৫টি হাইকোর্ট এবং জেলা আদালতে বিশেষ অ্যারিয়ার্স কমিটি গঠন করা হয়েছে। বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা, লোক আদালত এবং সাম্প্রতিক ফৌজদারি আইন সংস্কারের মাধ্যমেও বিচারব্যবস্থার দক্ষতা ও গতি বাড়ানোর উপর জোর দিয়েছে কেন্দ্র সরকার।

জোরদার প্রস্তুতি

প্রথম পাতার পরে

যা দেশের মধ্যে সর্বাধিক। তবে ইলেকট্রনিক প্রমাণের ব্যবহার কিংবা কমিউনিটি সার্ভিস সংক্রান্ত কতগুলি মামলায় নতুন আইনের বিধান প্রয়োগ করা হয়েছে, সেই তথ্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কাছে পৃথকভাবে সংরক্ষিত নেই বলেও জানানো হয়েছে।

পশ্চিম তীরে সংঘর্ষে উত্তেজনা

২৫ জুলাই: অধিকৃত পশ্চিম তীরে নতুন করে উত্তেজনা ছড়িয়েছে। ইজরায়েলি বসতি স্থাপনকারী এবং ফিলিস্তিনিদের মধ্যে সংঘর্ষের জেরে অন্তত চার ফিলিস্তিনি ও দুই ইজরায়েলি সেনা নিহত হওয়ার পর শনিবার পশ্চিম তীর জুড়ে ব্যাপক অভিযান চালিয়ে বহু ফিলিস্তিনিকে গ্রেপ্তার করেছে ইজরায়েলি বাহিনী। ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের দাবি, নাবলুসের দক্ষিণ-পশ্চিমে তাল গ্রামে হামলার উদ্দেশ্যে ইজরায়েলি বসতি স্থাপনকারীরা প্রবেশ করায় এই সংঘর্ষের সূত্রপাত। প্রথমে ইজরায়েলি সেনা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের পর্যটক বলে দাবি করলেও পরে স্বীকার করে যে তাঁদের মধ্যে কয়েকজন সশস্ত্র ছিলেন এবং উভয় পক্ষের গুলিবিনিময়ের পর সেনাবাহিনী হস্তক্ষেপ করে। ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহ্ ঘটনার কড়া জবাব

দেওয়ার ঘোষণা দিয়ে বলেন, নিহত এক ফিলিস্তিনির পরিবারের বাড়ি ভেঙে ফেলা হবে এবং পশ্চিম তীরে নতুন ইহুদি বসতি নির্মাণের অনুমোদনের প্রক্রিয়াও দ্রুত করা হবে। তাল গ্রামের মেয়র ওয়ালিদ জিদানের অভিযোগ, প্রায় ৭০ জন গ্রামবাসীকে আটক করে অস্থায়ী জিজ্ঞাসাবাদ কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তাঁদের মধ্যে মাত্র ১০ থেকে ১২ জনকে ছাড়া হয়েছে। তিনি জানান, সেনাবাহিনী বাড়ি বাড়ি তল্লাশি চালাচ্ছে এবং গোটা গ্রামে কার্যত জনজীবন স্তব্ধ হয়ে পড়েছে। যদিও ইজরায়েলি সেনার দাবি, তাল এলাকায় ৮০ জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ১১ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পশ্চিম তীরের বিভিন্ন এলাকায় হামাস-ঘনিষ্ঠ সন্দেহে আরও বহুজনকে আটক করা হয়েছে বলেও জানিয়েছে তারা। ঘটনার একটি ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে, যেখানে

গ্রামবাসী ও সশস্ত্র ইজরায়েলিদের মধ্যে ধস্তাধস্তির দৃশ্য দেখা যায়। ভিডিওতে এক ফিলিস্তিনিকে একটি অস্ত্র কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করতে দেখা যায়, এরপরই তাকে গুলি করা হয় বলে মনে হচ্ছে। উল্লেখ্য, ১৯৬৭ সালের যুদ্ধের পর থেকে ইজরায়েলের দখলে থাকা পশ্চিম তীরে কয়েক লক্ষ ইজরায়েলি বসতি স্থাপনকারী এবং কয়েক মিলিয়ন ফিলিস্তিনি বসবাস করেন। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের অধিকাংশ দেশ ও রাষ্ট্রসংঘ এই বসতিগুলিকে আন্তর্জাতিক আইনবিরোধী বলে মনে করলেও ইজরায়েল তা অস্বীকার করে। সাম্প্রতিক মাসগুলিতে পশ্চিম তীরে বসতি স্থাপনকারীদের হামলার ঘটনা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে, যা আন্তর্জাতিক মহলে উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠেছে। তবে যে কোনও পরিস্থিতিতে লড়াই চালিয়ে যাবে বলে ইজরায়েল জানিয়েছে।

তেল স্থাপনায় হুথিদের হামলা

২৫ জুলাই: মধ্যপ্রাচ্যের চলমান সংঘাত আরও বিস্তৃত আকার ধারণ করেছে। শনিবার ইয়েমেনের ইরান-সমর্থিত হুথি বিদ্রোহীরা সৌদি আরবের লোহিত সাগর উপকূলবর্তী গুরুত্বপূর্ণ তেল স্থাপনাগুলিকে লক্ষ্য করে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায়। এর পাল্টা জবাবে সৌদি-সমর্থিত ইয়েমেনি বাহিনী হুথিদের ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ কেন্দ্র, ড্রোন ঘাঁটি এবং অস্ত্রভাণ্ডারে ব্যাপক বিমান হামলা চালায়। হুথিদের সামরিক মুখপাত্র ইয়াহিয়া সারি দাবি করেছেন, সৌদি রাষ্ট্রায়ত্ত্ব তেল সংস্থা আরামকোর জিহান এবং ইয়ানবু অঞ্চলের স্থাপনাগুলিতে সফলভাবে আঘাত হানা হয়েছে। সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশিত ভিডিওতে জিজানের আরামকো রিফাইনারির দিক থেকে ঘন ধোঁয়া উঠতে দেখা গেছে। পাশাপাশি, বাণিজ্যিক সূত্রে জানা গিয়েছে, জিজানের জ্বালানি ও তেল সংরক্ষণাগারের কিছু অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকতে পারে। তবে এ বিষয়ে আরামকোর পক্ষ থেকে এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানানো হয়নি। অন্যদিকে, ইয়ানবুর তেল স্থাপনাকে লক্ষ্য করে ছোড়া দুটি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র সৌদি আরবে মোতায়েন গ্রিক সেনাদের পরিচালিত মার্কিন প্যাট্রিয়ট প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভূপাতিত করেছে বলে নিরাপত্তা সূত্রে জানা গিয়েছে। ইয়ানবু বর্তমানে লোহিত সাগর উপকূলে সৌদি আরবের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তেল রপ্তানি কেন্দ্র, বিশেষ করে হরমুজ প্রণালী অচল হয়ে পড়ার পর এখন থেকেই বিপুল পরিমাণ অপরিশোধিত

তেল রপ্তানি করা হচ্ছে। ইয়েমেনে সৌদি-সমর্থিত সরকারি বাহিনী মারিব ও আল-জাওফ প্রদেশে হুথিদের সামরিক ঘাঁটিতে বিমান হামলা চালিয়েছে। একই সঙ্গে শুক্রবার হুথি-নিয়ন্ত্রিত হোদেইদা বন্দরের সামরিক অবস্থানেও সৌদি নেতৃত্বাধীন জোট হামলা চালায়। ইয়েমেনি সূত্রের দাবি, গৃহযুদ্ধের উভয় পক্ষই এখন সীমান্তবর্তী এলাকায় সেনা ও অস্ত্র সমাবেশ শুরু করেছে। ২০২২ সালের যুদ্ধবিরতির পর দীর্ঘদিন পরিস্থিতি তুলনামূলকভাবে শান্ত থাকলেও চলতি মাসে সেই সমঝোতা কার্যত ভেঙে পড়েছে। সম্প্রতি হুথিরা সৌদি আরবের বিরুদ্ধে নৌ অবরোধ ঘোষণা করে এবং হুথি নেতা আবদুল মালিক আল-হুথি সতর্ক করেন, সৌদি আরব সংঘাতে আরও সক্রিয় হলে দেশের সমস্ত তেল স্থাপনাই হামলার লক্ষ্যবস্তু হবে। পরিস্থিতির জেরে আন্তর্জাতিক তেলবাজারেও অস্থিরতা বেড়েছে। ব্রেন্ট অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেলপিছু ১০০ মার্কিন ডলার ছাড়িয়ে গেছে, যা গত কয়েক মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ। এদিকে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প হুথি ও ইরানের বিরুদ্ধে ‘কঠোর সামরিক জবাব’-এর ঈশিয়ারি দিয়েছেন। বিশ্লেষকদের মতে, সংঘাতের এই নতুন পর্যায় শুধু ইয়েমেন বা সৌদি আরবেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং বিশ্ব জ্বালানি সরবরাহ ও আঞ্চলিক নিরাপত্তার উপরও তার সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়তে পারে।

সারনাথের ঐতিহ্য স্বীকৃতি- ভারতের ৪৫

২৫ জুলাই: বৌদ্ধধর্মের অন্যতম পবিত্র তীর্থক্ষেত্র উত্তরপ্রদেশের সারনাথকে ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্য (ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ) তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। দক্ষিণ কোরিয়ার বুসানে অনুষ্ঠিত বিশ্ব ঐতিহ্য কমিটির ৪৮তম অধিবেশনে ভারতের ২০২৫-২৬ সালের মনোনীত ‘প্রাচীন বৌদ্ধস্থল সারনাথ’-কে এই স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এর ফলে ভারতের বিশ্ব ঐতিহ্যস্থলের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৪৫, যা সংখ্যার বিচারে বিশ্বে ষষ্ঠ এবং এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে দ্বিতীয়। এই সাফল্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কেন্দ্রীয় সংস্কৃতিমন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত এবং উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ দেশবাসীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। কেন্দ্রের মতে, এই স্বীকৃতি ভারতের বহুমাত্রিক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, স্থাপত্য এবং ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি। বিশ্ব ঐতিহ্যের মর্যাদা পাওয়া এই সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত দুটি প্রধান অংশ হল চৌখণ্ডী স্তূপ

আমেরিকার

প্রথম পাতার পরে

অব্যাহত রয়েছে। কেন্দ্র সরকার জানিয়েছে, ২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬-এর ঘোষণার এবং ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬-এর যৌথ বিবৃতির ভিত্তিতে ভারত-যুক্তরাষ্ট্র দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি দ্রুত চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে আলোচনা অব্যাহত থাকবে। সরকারের দাবি, ভারতের বাণিজ্যিক স্বার্থ রক্ষা এবং রপ্তানির প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান বজায় রাখতে প্রয়োজনীয় সব ধরনের কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক উদ্যোগ অব্যাহত রাখা হবে।

এবং সারনাথের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহ, যার মধ্যে রয়েছে ধামেখ স্তূপ, ধর্মরাজিকা স্তূপ, মূলগন্ধকুটি বিহার, অশোক স্তম্ভসহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা। বৌদ্ধ ঐতিহ্য অনুসারে, খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে গৌতম বুদ্ধ এখানেই তাঁর প্রথম ধর্মদেশনা বা ‘ধর্মচক্র প্রবর্তন’ করেন এবং প্রথম শিষ্যদের দীক্ষা দেন। এই ঘটনাকেই বৌদ্ধ সংঘ প্রতিষ্ঠার সূচনা হিসেবে ধরা হয়। বৌদ্ধধর্মের চারটি প্রধান তীর্থস্থানের অন্যতম সারনাথ বহু শতাব্দী ধরে রাজা, ভিক্ষুসঙ্ঘ ও সাধারণ মানুষের পৃষ্ঠপোষকতায় বিকশিত হয়েছিল। দ্বাদশ শতকে ধ্বংসের পর স্থানটি

দীর্ঘদিন বিস্মৃত ছিল। অষ্টাদশ শতকে পুনরাবিস্কারের পর ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণ (এএসআই) ব্যাপক খননকার্য চালিয়ে প্রায় ১৬ শতকের ইতিহাস উন্মোচন করে। ১৯৯৮ সালে সারনাথকে ইউনেস্কোর সম্ভাব্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে আনুষ্ঠানিক মনোনয়নের পর প্রায় ১৮ মাসের মূল্যায়ন, একাধিক কারিগরি বৈঠক এবং আইকোমস-এর বিশেষজ্ঞ দলের পরিদর্শনের ভিত্তিতে এই স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এই স্বীকৃতি চারটি বৌদ্ধ স্থাপত্যই অর্জন করল।

কমিষ্ন্



শমিত

ব্যাঙের ছাতা...